দৈনিক
জনকণ্ঠ

14 FEB 2013

# প্রাণিবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ, অবস্থান ধর্মঘট, স্মারকলিপি পেশ

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥**
প্রাণিবিদ্যা বিষয়কে বিসিএস মৎস্য ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকরা রবিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ, মৎস্য ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলন করেও তাঁরা এই দাবি জানান।
১৯৮১ সালের পূর্বে এই বিষয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা বিসিএস মৎস্য ক্যাডারে প্রতিযোগিতা করতে পারত। কিন্তু ১৯৮১ সালে এরশাদ সরকার আইন করে এটি বাতিল করে দেয়।
রবিবার সকাল ১০টায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীনগর ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে জমায়েত হন। এর পর ক্যাম্পাস থেকে বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে মৎস্য ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত এই ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। অবস্থান, ধর্মঘট শেষে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপি শেষে পুনরায় মিছিল বের করে ঢাবি ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়।
বেলা তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র-শিক্ষকরা এই দাবি জানান।
সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ১৯৮১ সালের পূর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে পাস করা প্রাণিবিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা বিসিএস মৎস্য ক্যাডারে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পেত। কিন্তু ১৯৮১ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকার এই নিয়ম বাতিল করে। এর পর ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে ১৯৯৯ সালে সরকার একটি প্রস্তাবিত নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তারা ২৪তম বিসিএস থেকেই প্রাণিবিদ্যা বিষয়কে বিসিএস মৎস্য ক্যাডারের প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবি জানান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকরা এই দাবি জানান।
সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড. গুলরু বেগম, ড. সুফী, ড. মিয়া মোঃ আবদুল কাদের, ড. নাসিদা বানু, ড. নূরজাহান সরকার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মারুফ হোসেন, ড. নূরউদ্দীন, ড. আঃ রব, ড. আখতারুন্নেসা চৌধুরী, ড. নিয়ামুল নাসের, ড. সেলিমা আলম প্রমুখ।